সংঘমিত্রা দে
পম- কে দিলাম

একটি কুকুর অন্যটির গাঢ় ছায়ার পাশে,
মুখ রেখে বসে আছে।
ল্যাম্পপোষ্টের দূর আলোয়
আমি চুরি করে দেখি ওদের জীবন বৃত্তান্ত।
ওরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে আতাগাছটাকে, থাবা চাটে
ডুবে যায় ব্যক্তিগত দৃশ্যে।
নিশিকান্ত সুখী মানুষের মতো ব্যালকনি থেকে ঢিল ছোঁড়ে।
একটি আর্তনাদ !! বেড়ে যায় শহর কলকাতার রাত ক্ক
ফাঁকা বাস মোর ঘুরে চলে যায় গুমটির দিকে।
তবু ওরা ফিরে আসে।
বসে থাকে, বসেই থাকে
একটু ভাত আর ভালোবাসার জন্য।

চোর

লোকটা ডাল আর গন্ধলেবু দিয়ে ভাত মাখছে. তালপাখার বাতাস।
আমি ওর গরাস চুরি করে নেবো।
পুকুর, সবুজ জল, পাশেই আমগাছ, কে যেন স্নান করে উঠল !
আমি ওর চিবুকের জল চুরি করে নেবো।
হ্যারিকেনের আলোয় কে তুমি ঢুলে ঢুলে পড়া মুখস্থ করছো ?
বাইরে ছমছমে সন্ধ্যা, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে।
আমি তোমার ঘুম চুরি করে নেবো।
এমন ভূতুরে গলায় কার মা কেঁদে উঠল গো ক্ক খোকা এলি ?
শেষ ট্রেন নদী পেরিয়ে গেছে। মাঝরাত।
আমি এই অপেক্ষা চুরি করে নেবো।
উঠোনে গোবর ছড়া দিচ্ছো ? ও সনাতনের বউ ক্ক
আমি তোমার ঘর চুরি করে নেবো ?
সনাতনের না হয় জ্বর ক্ক অ কিন্তু তোমার মুখে স্বাদ নেই কেন।
ও সনাতনের বউ !
আমি এই অসুখ চুরি করে নেবো।
আর আমার কোনো অভাব থাকবে না।
আমার আর কোনো অভাব থাকবে না।